হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

১. ইয়াহিয়ার কাছে বায়েত গ্রহণ

২. মরুভূমিতে পরীক্ষা

৩. গ্রহণযোগ্যতা ও প্রত্যাখান

৪. শাগরেদ সংগ্রহ-১

৫. শাগরেদ সংগ্রহ-২

৬. অলৌকিক কাজ-১, অসুস্থদের সুস্থ করা

৭. অলৌকিক কাজ-২, নাপাক ভূতের উপর ক্ষমতা

৮. অলৌকিক কাজ-৩, প্রাকৃতিক শক্তির উপর ক্ষমতা

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

১. ইয়াহিযার কাছে বায়েত গ্রহণ

ম্যাথিও ৩:১৩-১৭ আয়াত

"সেই সময়ে ইসা ইয়াহিয়ার হাতে বায়েত হইবার জন্য গালিলী হইতে জর্দানে তাহার কাছে আসিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া তাহাকে বারণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আপনার হাতেই আমারই বায়েত হওয়া দরকার, আর আপনি কিনা আমার কাছে আসিতেছেন?" কিন্তু ইসা বলিলেন, "এখন রাজি হউন, কারণ এই ভাবেই সকল ন্যায়শীলতার রেওয়াজ পূর্ণ করা আমাদের উচিত।" তখন তিনি তাহার কথায় রাজি হইলেন। ইসা যখন বায়েত হইয়া পানি হইতে উঠিলেন, তখনই তাহার জন্য আসমান খুলিয়া গেল এবং তিনি আল্লাহর রূহকে কপোতের মত নামিয়া নিজের উপর নাজিল হইতে দেখিলেন। আর সেই সময়ে বেহেস্ত হইতে এই আওয়াজ হইল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তাহার উপর আমি সন্তুষ্ট।"

(লূক ৩:২১, ২২ আয়াত)
যখন সকল লোক বায়েত হয়, তখন ইসাও বায়েত হইয়া মোনাজাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে বেহেস্ত খুলিয়া গেল এবং পাকরূহ দৈহিক আকারে, কপোতের মত তাহার উপর নামিয়া আসিলেন, আর বেহেস্ত হইতে এই আওয়াজ হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

(মার্ক ১:৯-১১ আয়াত)
"সেই সময়ে ইসা গালিলীর নাসারেথ হইতে আসিয়া ইয়াহিয়ার দ্বারা জর্দান নদীতে বায়েত গ্রহণ করিলেন। তখন পানি হইতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলেন, বেহেস্ত খুলিয়া গেল এবং কপোতের মত রূহ তাহার উপর নামিয়া আসিতেছেন। আর বেহেস্ত হইতে এই আওয়াজ শুনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

ব্যাখ্যা:

পূর্বের পাঠে আমরা পড়েছি ইয়াহিয়া ছিলেন একজন মহান নবী এবং তাঁর জীবন-যাপন ছিলো একজন দরবেশের মতো খুবই সাধারণ। তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের নাজাত-দাতার আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর প্রচারের প্রতিপাদ্য ছিলো, লোকেরা যেন গোনাহ মাফের জন্য তওবা করে বায়েত গ্রহণ করে এবং ন্যায্যতার পথ অবলম্বন করে। তিনি আল্লাহর কালাম প্রচার করার কারণে মরুভূমির জর্দান নদীর কাছের অনেক লোক তাঁর কথা বা প্রচার শুনার জন্য তাঁর কাছে এসেছিলো এবং বায়েত গ্রহণ করেছিলো। অনেকে ভেবেছিলো, তিনিই আল্লাহর প্রতিশ্রুত ও মনোনিত সেই মসীহ। যারা বায়েত নিয়েছিলো ও তাঁর প্রচার শুনতে এসেছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন সাধারণ জনগণ, শাসনকর্তার পক্ষে কর আদায়কারী, সেনাবাহিনীর সৈনিকগন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

এখন আমরা পাঠ করবো, ইয়াহিয়া নবী যেই নাজাতদাতা হযরত ইসার পথ প্রস্তুত করছিলেন তিনিই এলেন নাসারেথ থেকে জর্দান নদীর ধারে ইয়াহিয়ার কাছ থেকে বায়েত নিতে (মার্ক ১:৯ আয়াত)। কিন্তু প্রথমে ইয়াহিয়া তাকে বায়েত দিতে রাজি না হয়ে বরং আপত্তি করেছিলেন। কারণ এমন ছিলো যে, গুরু এলেন ভক্তের কাছে বায়েত নিতে। সেজন্যই ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, তারই উচিত হযরত ইসার হাতে বায়েত নেয়া (ম্যাথিও ৩:১৪ আয়াত)। ইয়াহিয়া এমনও বলেছিলেন যে, তিনি নাজাতদাতা হযরত ইসার জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলিবার যোগ্য নহেন (লূক ৩:১৬ আয়াত, ম্যাথিও ৩:১১ আয়াত, ইউহোন্না ১:২৬, ২৭ আয়াত)। হযরত ইসার বায়েত গ্রহণ করার বিষয়ে তার আপত্তি এবং

হযরত ইসার সামনে তার যোগ্যতা প্রকাশ করা ঠিকই ছিলো, তাহা ছিলো সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম। এমন প্রথা বা নিয়ম আমাদের দেশের সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে একই রকম। কিন্তু হযরত ইসা কি বললেন?

তিনি বললেন, "এখন রাজি হউন, কারণ এই ভাবেই সকল ন্যায়শীলতার রেওয়াজ পূর্ণ করা আমাদের উচিত।" (ম্যাথিও ৩:১৫ আয়াত)। যে নিয়ম চলছে বা চলা উচিত তাই হলো রেওয়াজ। হযরত ইসা বায়েত নেয়ার রেওয়াজ সকলের জন্য চালু করে দিলেন। আবার এই রেওয়াজ হলো সকল প্রকার ন্যায়শীলতা লাভের রেওয়াজ। আল্লাহ যে তাঁকে নিজের পুত্র এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা বললেন, তাতে বুঝা যায় বায়েত নেয়া আল্লাহর পছন্দ। আল্লাহর অপছন্দ গোনাহের জীবন থেকে তওবা করে গোনাহের মাফ নিয়ে বায়েতের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন জীবনে প্রবেশ করার জন্য হযরত ইসাও বললেন। যদিও হযরত ইসা গোনাহগার নন কিন্তু তিনি সকল গোনাহগারদের জন্য তওবা করে বায়েত নেয়ার জন্য একটি রেওয়াজ চালু করে দিলেন। অতএব আমাদেরও বায়েত নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্নাবলী:

১. ইয়াহিয়ার কাছে বায়েত নিতে কোন কোন ধরণের লোক এসেছিলেন?

---

২. হযরত ইসা যখন ইয়াহিয়া নবীর কাছে বায়েত নিতে এসেছিলেন তখন ইয়াহিয়া কি বলেছিলেন?

---

৩. বায়েত নেয়া কাদের জন্য জায়েজ এবং কেন?

---

৪. তওবার অর্থ কী?

বর্তমানে দেখা যায়, সমাজের অনেকে গোনাহের জীবন থেকে মুক্তির জন্য তওবা করে এবং বায়েত নেয়, তারা আবার ন্যায়শীলতার পথে না চলে অন্যায্য কাজ করতে থাকে। তারা কিতাবের একটি আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে আত্নতৃপ্তি লাভ করে। পাক-কিতাবের রোমীয় সিপারায় ৩:১১ আয়াতে "ন্যায়শীল কেহই নাই, একজনও নাই।" কিন্তু তারাই রোমীয় সিপারার ৬:১-২ আয়াতের উদ্বৃতি প্রচার করতে দ্বিধান্বিত হয় অথবা ভুল ব্যাখ্যা করে। তারা ন্যায্যতার শিক্ষা দেয়, নিজেরা অন্যায্য কাজে লিপ্ত থাকে অথবা যারা অন্যায্য কাজ করে তাদেরকে উচ্চ পদে পদায়ন করে। এইজন্য উক্ত আয়াতে ঘৃণার স্বরে বলা হয়েছে, "তাহা হইলে কি বলিব, রহমত যেন বেশি করিয়া বর্ষিত হয়, এইজন্য কি গোনাহের মধ্যেই থাকিতে হইবে? ছিঃ তাহা দূরে থাকুক---।" ইয়াহিয়া নবীও সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের সাপের (শয়তানের) বংশধর বলে সম্বোধন করেছিলেন (লূক ৩:৭ আয়াত)। সকলকেই ইয়াহিয়া নবী ও হযরত ইসা অন্যায্যতা পরিত্যাগ করার মানসে তওবা করে বায়েত নিয়ে ন্যায্যতার পথে চলার তাগিদ দিয়েছেন।

যাহোক, ইয়াহিয়ার কাছে হযরত ইসা বায়েত নিয়ে বায়েত নেয়াকে উদ্বোধন করে দিয়েছিলেন। যেমন- সমাজ বা রাষ্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম কোনো একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। যদিও সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমে ওই বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি অন্যদের সেবা করার জন্য অন্যদের মঙ্গল কামনায় কার্যক্রমটি বা প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহার করা শুরু করে দেন।

তদ্রুপ হযরত ইসা গোনাহগার মানুষদের জন্য বায়েত গ্রহণ করেছিলেন এবং বায়েত নেয়া যে অপরিহার্য তা তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে শুরু করে দিলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. বর্তমানে আমাদের সমাজে ন্যায্যতা সম্বন্ধে কি পরিলক্ষিত হয় বিশদভাবে লিখুন?

---

২. ধর্মীয় নেতাগণ অন্যদের যা শিক্ষা দেন তা কি নিজেরা পালন করেন?

---

৩. হযরত ইসা বায়েত নিলেন কেন?

তবে হযরত ইসা বায়েত গ্রহণ করার পর এক অশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। মরুভূমির জর্দান নদীর পানিতে ডুব দিয়ে বায়েত নিয়ে যখন তিনি তীরে উঠলেন এবং মোনাজাত করছিলেন তখন আসমান খুলে গেলো। সেই সময় পাকরূহ কবুতরের আকারে তাঁর উপর নেমে এলেন এবং বেহেশত হতে আওয়াজ হলো, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি সন্তুষ্ট (লূক ৩:২১, ২২ আয়াত)। তখন বেহেশত থেকে দুনিয়ার পাকরূহ বর্ষিত হলো। এখানে মনে রাখতে হবে যে, হযরত ইসা মরিয়মের গর্ভে পাকরূহ দ্বারা জন্ম লাভ করেছিলেন। তিনি বায়েত নেয়ার আগে পাকরূহ দ্বারা কোনো অলৌকিক কাজ করেন নি। এখন পাকরূহ বর্ষিত হওয়ার দ্বারা বায়েত নেয়া ও পাকরূহ প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। তখন নাজাত-দাতা হযরত ইসার বয়স ছিল ৩০ (ত্রিশ) বছর। জন্মের পর এই ত্রিশ বছর তিনি সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে, মানুষদের মধ্যে বসবাস করে, মানুষের জীবনের সকল রকম ভালোমন্দ বিষয় উপলব্ধি করেছেন। বায়েতের পর পুনরায় পাকরূহ আসাতে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলেন আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন। আল-যবুর কিতাবে দেখা যায়, দাউদ নবী গজলের বা মিজমোর সুরে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমার মধ্যে পাক-অন্তর (পাকরূহ) নতুন ভাবে পয়দা কর।" (আল-যবুর ৫১:১০ আয়াত)। কিন্তু চিন্তা করার মতো বিষয় হলো, আল্লাহ নিজেই হযরত ইসার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং পাকরূহ কপোতের আকৃতিতে তাঁর উপর বর্ষিত হলেন। এই বায়েত নেয়ার দ্বারা হযরত ইসা বাহ্যিকভাবে বায়েত নেয়াকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করলেন। আজও সমাজ-জাতি নির্বিশেষে কবুতর বা কপোতকে শান্তির প্রতিক হিসেবে দেখে। হযরত ইসার জীবনে দেখা গেলো, বায়েত গ্রহণ করলে আমাদের অন্তরে পাকরূহ আসে এবং আমরা শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারি। পরবর্তিতে দেখবো, হযরত ইসার পাকরূহ প্রাপ্তির পর তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন। আমরা আগে জেনেছি, হযরত ইসা পাকরূহ ও আগুনে বায়েত দিবেন (লূক ৩:১৬ আয়াত, ম্যাথিও ৩:১১ আয়াত)।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা বায়েত নেয়ার পর কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো?

---

২. দাউদ নবী মিজমোর সুরে আল্লাহর কাছে কি চেয়েছিলেন?

---

৩. হযরত ইসা কত বছর বয়সে বায়েত নিয়েছিলেন?

---

৪. হযরত ইসা বায়েত নেয়ার পর বেহেশত হতে কি আওয়াজ হয়েছিলো?

---

৫. সেই কথা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারি?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

২. মরুভূমিতে পরীক্ষা:

লূক ৩:২৩ আয়াত

"ইসা নিজে যখন তিনি কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাহার বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। তখনকার লোকেরা মনে করিত ইউসুফের পুত্র ইনি এলির পুত্র ....."

(লূক ৪:১-১৩ আয়াত)

"ইসা পাকরূহে পূর্ণ হইয়া জর্দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং রূহের আবেশে মরুভূমিতে চলাফেরা করিলেন, শয়তান তাহাকে পরীক্ষা করিল। সেই দিনগুলিতে তিনি কিছুই আহার করেন নাই, পরে সেই দিনগুলি শেষ হইলে ক্ষুধার্ত হইলেন। তখন শয়তান তাহাকে বলিল, "তুমি যদি ইবনুল্লাহ হও, তাহা হইলে এই পাথরটিকে বল, যেন ইহা রুটি হইয়া যায়।" ইসা তাহাকে জবাব দিলেন, "ইরশাদ হইয়াছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচিবে না।" পরে সে তাহাকে উপরে নিয়া গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে দুনিয়ার সকল দেশ দেখাইল। সে তাহাকে বলিল, "তোমাকে আমি জানি এই সমস্ত হুকুমত ও এই ঘরের অধিকার দিব কারণ ইহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, আমার যাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিব। এই জন্য, তুমি যদি আমাকে সেজদা কর, তাহা হইলে এইগুলিই তোমার হইবে।" ইসা তাহাকে বলিলেন, লেখা আছে- তোমার আল্লাহ মাবুদকেই সেজদা করিবে, কেবল তাঁহারই এবাদত করিবে।" তখন সে তাহাকে জেরুশালেমে নিয়া গেল ও বায়তুল মোকাদ্দসের মিনারের উপর দাঁড় করাইল এবং তাহাকে বলিল, "তুমি যদি ইবনুল্লাহ হও, তাহা হইলে এই জায়গা হইতে নীচে লাফাইয়া পর, কারণ লেখা আছে- 'তিনি তাহার ফেরেশতাদিগকে তোমার বিষয়ে হুকুম দিবেন, যেন তাহারা তোমাকে রক্ষা করেন, তাহারা তোমাকে হাতে তুলিয়া লইবেন, যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।" ইসা তাহাকে বলিলেন, "লেখা আছে, 'তুমি তোমার আল্লাহ মাবুদের পরীক্ষা করিবে না।" সকল রকম পরীক্ষা করিয়া শয়তান অল্প সময়ের জন্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।"

ব্যাখ্যা:

ইয়াহিয়ার হাতে বায়েত নেয়ার পর আল্লাহর কণ্ঠস্বর এবং কপোতের আকৃতিতে উপর থেকে পাকরূহের নেমে আসা ছিলো প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ সাক্ষী আর তখন থেকে শুরু হলো হযরত ইসার প্রকাশ্যের কাজ। ইঞ্জিল শরীফে (লূক ৩:২৩) বলা হয়েছে, তখন হযরত ইসার বয়স ছিলো প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বছর। তাঁর সমাজে এই বয়সটি ছিলো বায়তুল মোকাদ্দসে খাদেমের কাজ করতে সক্ষম একজন পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ (দেখুন শুমারী ৪:৩)।

প্রথম যে ঘটনাটি ঘটেছিলো তা হলো, পাকরূহের আবেশে হযরত ইসাকে লোকালয় হতে জর্দান নদীর পাশে মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে তাকে চরম মানবিক সহনশীলতার পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিলো। তিনি ৪০ (চল্লিশ) দিন কিছু না খেয়ে ছিলেন। আর সেই সময়ই শয়তান তাকে প্রলোভনের পরীক্ষায় ফেলেছিলো।

হযরত ইসা কোনো কিছু আহার না করার কারণে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, শয়তান এই সুযোগটি ব্যবহার করেছিলো, এই মৌলিক চাহিদার প্রতি প্রলুব্ধ করে বলেছিলো-

"তুমি যদি ইবনুল্লাহ হও, তাহা হইলে এই পাথরটিকে বল, যেন ইহা রুটি হইয়া যায়।"

এখানে হযরত ইসাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিলো যাতে তিনি কেবল তাঁর নিজের প্রয়োজনে তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহার করেন। আমাদের জীবনেও অনেক সময় আমাদের পদমর্যাদা নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে থাকি। শয়তান খুবই চতুর। কিন্তু হযরত ইসা পাক-কালাম থেকে শয়তানের প্রলোভনের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

"ইরশাদ হইয়াছে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচিবে না।"

হযরত ইসা তাঁর এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখালেন যে, মানব জীবনের চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ চাহিদা মিটিলেও মানুষের জীবন পূর্ণ হয় না।

প্রশ্নাবলী:

১. শয়তানের প্রলোভনের পরীক্ষার সময় হযরত ইসা কিসের উদ্বৃতি দিয়ে জবাব দিতেন?

---

২. কিভাবে আমরা প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে পারি?

---

৩. আমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে সাধারণত কার স্বার্থে ব্যবহার করে থাকি? তা কি ঠিক?

শয়তান তারপর হযরত ইসাকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতি প্রলুব্ধ করলো। হযরত ইসা যদি শয়তানকে সেজদা করেন এবং মান্য করেন তাহলে তাকে সারা দুনিয়ার সকল রাজ্যের কর্তৃত্ব দেয়া হবে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মানুষের খুবই লালসার বিষয়। ইহা সার্বজনীন লালসার বিষয়। শয়তান একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়ে মুহূর্তে দুনিয়ার সকল রাজ্য দেখালো। শয়তান চরম মিথ্যাবাদী, সে হযরত ইসাকে বললো-

"তোমাকে আমি এই সমস্ত হুকুমত ও এই সবের অধিকার দিব কারণ ইহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, আমার যাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করিব। এই জন্য, তুমি যদি আমাকে সেজদা কর, তাহা হইলে এইগুলিই তোমার হইবে।"

আবার হযরত ইসা প্রলুব্ধকারী শয়তানকে পাক-কালাম উদ্বৃতি দিয়ে জবাব দিলেন-

"লেখা আছে, তোমার আল্লাহ মাবুদকেই সেজদা করিবে, কেবল তাঁহারই এবাদত করিবে।"

হযরত ইসা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, শয়তান কিভাবে সর্বশক্তিমান মাবুদের কাছ থেকে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সম্মান ও সেজদা পেতে চেষ্টা করেছিলো। শয়তান হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে বলেছিলো যে, তারা আল্লাহর মতো হবেন। এটা ছিলো একটা চরম মিথ্যা এবং হযরত ইসা এই প্রলোভন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এরপর শয়তান হযরত ইসাকে বায়তুল মোকাদ্দসের মিনারের উপর নিয়ে গেলো এবং সামাজিক মর্যাদা ও পদমর্যাদার বিষয়ে প্রলুব্ধ করে বললো-

"তুমি যদি ইবনুল্লাহ হও, তাহা হইলে এই জায়গা হইতে নীচে লাফাইয়া পর, কারণ লেখা আছে- 'তিনি তাহার ফেরেশতাদিগকে তোমার বিষয়ে হুকুম দিবেন, যেন তাহারা তোমাকে রক্ষা করেন, যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

হযরত ইসা আবারও পাক-কালামের আয়াত উদ্বৃতি করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন-

"বলা হয়েছে, তুমি তোমার আল্লাহ মাবুদকে পরীক্ষা করিবে না।"

শয়তান চেষ্টা করেছিলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি যাতে সন্দেহ জাগে। শয়তানের প্রলোভন ছিলো অর্থহীন ও অগঠনমূলক। ইহা কেবল দেখানোর জন্য ছিলো। হযরত ইসা এই ধরণের অর্থহীন কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকাকে প্রয়োজন মনে করেননি। পাক-কালাম ব্যবহার করছিলেন যাতে শয়তানের প্রলোভনকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে যে, শয়তান আরেকটি সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় অন্তর্নিহিত হয়েছিলো। এতে স্পষ্ট যে, শয়তান যাতে মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে সেজন্য একটি বিশেষ সময় খুঁজে, এমন কি আল্লাহর মনোনিত মসীহের বেলায়ও একই রকম করেছে। ইঞ্জিল শরীফ (হিব্রু ৪:১৪-১৫) বলা হয়েছে যে, মানুষের দূর্বলতার জন্য হযরত ইসা সহানুভূতিশীল হতে সক্ষম, কারণ আমাদের মতো করে তিনিও সবধরণের গোনাহের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন অথচ গোনাহ করেননি।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসাকে উঁচু একটা জায়গায় নিয়ে শয়তান কিসের প্রলোভন দিলো?

---

২. হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার নিকট শয়তান কি চেয়েছিলো?

---

৩. শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করতে কিসের অপেক্ষা করে?

---

৪. হযরত ইসা একমাত্র কাকে সেজদা করতে বলেছিলেন?

---

৫. হযরত ইসা শয়তানের প্রলোভনকে প্রতিরোধ করতে কি ব্যবহার করতেন?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

দ্বিতীয় খন্ড

হযরত ইসার কাজের শুরু

৩. গ্রহণযোগ্যতা ও প্রত্যাখান

লূক ৪:১৪--৩৭ আয়াত

“তখন ইসা রূহের কুদরতে গালিলীতে ফিরিয়া গেলেন এবং তাহার সংবাদ চারিদিকে সকল এলাকায় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি তাদের ভিন্ন ভিন্ন জামাতখানায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি যেখানে বড় হইয়াছিলেন, সেই নাসারেথে আসিলেন এবং তাহার রেওয়াজ অনুযায়ী সাব্বাথ দিবসে জামাতখানায় গেলেন ও তেলাওয়াত করিতে দাঁড়াইলেন। তখন ইয়াহিয়া নবীর কিতাব তাহার হাতে দেওয়া হইল, আর তিনি কিতাবটি খুলিয়া সেই জায়গা পাইলেন, যেখানে লেখা আছে-

> “মাবুদের রূহ আমাদের মধ্যে আছেন, কারণ তিনি আমাকে গদিনসীন করিয়াছেন, গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তির কথা প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, মজলুমদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, মওলার রহমতের বছর ঘোষনা করিবার জন্য।”

পরে তিনি কিতাবটি বন্ধ করিয়া উপস্থিত লোকদের হাতে দিয়া বসিলেন, তাহাতে জামাতখানায় সকলে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “আজই এই কালাম তোমাদের শুনিবার সাথে সাথে সফল হইল।” তাহাতে সকলে তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল ও তাহার মুখে মধুর কথায় আশ্চর্য হইল, আর বলিল, “সে কি ইউসুফের পুত্র নহে?” তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদবাক্য বলিবে, ‘হেকিম, নিজেকেই সুস্থ কর, কফরনাহূমে যাহা যাহা করা হইয়াছে তাহা শুনিয়াছি, এখানে এই নিজের দেশেও তাহা কর।” তিনি আরও বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, কোন নবী নিজের দেশে ইজ্জত পান না। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইলিয়াসের সময়ে যখন তিন বছর ছয় মাস পর্যন্ত আসমান বন্ধ ছিল ও সকল দেশে মহা দূর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, তাহাদের কাহারও কাছে ইলিয়াস নবীকে পাঠানো হয় নাই, কেবল সিদোন দেশের সারিফতে একজন বিধবার কাছে পাঠানো হইয়াছিল। আর ইলিশায় নবীর সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই পাক-সাফ হয় নাই, কেবল সিরিয়া নিবাসী নামান ভাল হইয়াছিল।” এই কথা শুনিয়া জামাতাখানার সকল লোক রাগিয়া অগ্নিশর্মা হইল। তাহারা উঠিয়া তাহাকে নগরের বাহিরে তাড়াইয়া নিয়া চলিল এবং তাহাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য যে পাহাড়ে তাহাদের নগর তৈরি হইয়াছিল, উহার চূড়ায় নিয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন। পরে তিনি গালিলীর কফরনাহুম শহরে আসিলেন। তিনি সাব্বাথ দিবসে লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং লোকেরা তাহার নসিহতে আশ্চর্য হইল, কারণ তিনি ক্ষমতাবানের মত কথা বলিতেছিলেন। তখন ঐ জামাতখানায় একজন লোক ছিল, তাহার উপর নাপাক ভূতের আত্মা আছর করিয়াছিল। সে জোরে চিৎকার করিয়া বলিল, “আহা, হে নাসারেথবাসী ইসা, আমাদের কাছে আপনি কি চান? আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন? আমি জানি, আপনি কে, আল্লাহর সেই পবিত্র লোক।” তখন ইসা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, “চুপ কর এবং উহা হইতে বাহির হও,” তখন সেই ভূত তাহাকে মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার কোনো ক্ষতি করিল না। তখন সকলে আশ্চর্য হইল এবং একজন অন্যজনকে বলিতে লাগিল, “এ কেমন কথা, ইনি ক্ষমতায় ও কুদরতে নাপাক আত্মাগুলিকে হুকুম দেন, আর উহারা বাহির হইয়া যায়।” পরে চারিদিকে সকল এলাকায় তাহার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল।”

ব্যাখ্যা:

হযরত ইসা ৪০দিন মরুভূমিতে কাটালেন। সে সময় কোনো আহার গ্রহণ না করে তাঁর মানবিক সয্যসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সেই সময়কালেই চরম মিথ্যাবাদী শয়তান তাকে প্রলোভনে ফেলেছিলো, সেসব প্রলোভনকে তিনি প্রতিরোধ করেছিলেন। সেসব প্রলোভনকে তিনি পাক-কালাম ব্যবহার করে প্রত্যাখান করেছিলেন। মরুভূমিতে অবস্থানের শেষ সময়ে শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো কিন্তু ফেরেশতারা কাছে এসে তাঁর চাহিদা মাফিক খেদমত করেছিলেন (ম্যাথিও ৪:১১)। তারপর তিনি পাক-রূহের কুদরতে নিজ এলাকা গালিলে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর এলাকায় প্রচার ও সুস্থ করার কাজ শুরু করলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসখানায় শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং লোকেরা চমৎকৃত হচ্ছিলো (লূক ৪:১৪,১৫)।

হযরত ইসার মাতৃভূমি ছিলো নাসারেথ। তিনি সেখানে মরিয়ম ও ইউসুফের সাথে বাস করতেন। ইউসুফ ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি (ম্যাথিও ১৩:৫৫) এবং হযরত ইসাও ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি (মার্ক ৬:৩)। তাঁর কয়েকজন ভাই ও বোন ছিলো (ম্যাথিও ১৩:৫৫-৫৬)। তিনি নাসারেথ ফিরে গেলেন এবং সামাজিক প্রথা অনুযায়ী সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে মজলিসখানায় গেলেন। তিনি পাক-কালাম তেলাওয়াত করতে দাঁড়ালেন, ইশাইয়াহ নবীর কিতাব তাঁর হাতে দেয়া হলো।

প্রশ্নাবলী:

১. ক্ষুধার্ত হযরত ইসার কাছ থেকে শয়তান চলে যাওয়ার পর তাঁর কাছে কারা এসেছিলেন? তারা এসে কি করলেন?

---

২. হযরত ইসা কি কি কাজ দিয়ে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেছিলেন?

---

৩. হযরত ইসা পৈত্রিক সুত্রে কি পেশায় ছিলেন?

---

৪. তিনি কি লেখাপড়া জানতেন? আপনি কি মনে করেন।

কিতাবের যে অংশটি হযরত ইসা তেলাওয়াত করেছিলেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (ইশাইয়াহ ৬১:১,২)। মালিক মাবুদের রূহ আমার উপর আছেন, কারণ নম্রদের কাছে সু-খবর প্রচার করিতে মাবুদ আমাকে মনোনিত করিয়াছেন, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন আমি মন ভাঙ্গা লোকদের মন জোড়া দিতে পারি, যেন বন্দী লোকদের কাছে স্বাধীনতা ও কয়েদিদের কাছে মুক্তি প্রচার করি, যেন মাবুদের দয়া দেখানোর বৎসর ও আমাদের আল্লাহর প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি, যেন সমস্ত শোকার্তদিগকে সান্ত্বনা দান করি, যেন সিয়োনের শোকার্ত লোকদিগকে নিয়ামত দেই।
(লূক ৪:১৮,১৯)

“মাবুদের রূহ আমার মধ্যে আছেন, কারণ, তিনি আমাকে গদিনসীন করিয়াছেন, গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, বন্দীদের কাছে মুক্তির কথা প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, মজলুমদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, মওলার রহমতের বছর ঘোষণা করিবার জন্য।”

এই অধ্যায়টিতে আল্লাহর মনোনিত মসীহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যিনি গরিবদের মধ্যে সুখবর প্রচার করার জন্য, বন্দীদের কাছে মুক্তির কথা প্রচার করার জন্য, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য এবং মজলুমদের উদ্ধার করার জন্য আসবেন। তিনি যখন তেলাওয়াত করে বসে পড়লেন তখন মজলিসখানার উপস্থিত সকল লোকের দৃষ্টি তাঁর উপর নিপতিত হলো। তারা এই লোকটির কথা ও বক্তব্যে বিস্মিত হলো, কারণ এই লোকটিকে ও তাঁর পিতাকে তারা কাঠমিস্ত্রি হিসেবে জেনে এসেছে। তারপর হযরত ইসা তাদেরকে বললেন যে, পাক-কিতাব থেকে যেই ভবিষ্যদ্বানীটি তেলাওয়াত করেছেন তা আজ তাঁরই মাধ্যমে পূর্ণ হলো।

এরপর তিনি তাদেরকে অবজ্ঞা করলেন, কারণ অন্যান্য জায়গায় তিনি যে রকম বিস্ময়কর অলৌকিক কাজ করেছেন, এখানে তাঁর নিজ এলাকায় তেমন কিছু করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তিনি বললেন যে, কোনো লোকই তার নিজের দেশে তেমন ইজ্জত পান না। তিনি আগের দিনের উদাহরণ দিয়ে বললেন যে, আল্লাহ নবীদেরকে তাদের নিজেদের ধর্মীয় সমাজের বাইরে ব্যবহার করেছিলেন। একথা শুনে লোকজন রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো, তারা এতোই ক্রুদ্ধ হলো যে তাকে মেরে ফেলতে চাইলো। তারা তখন তাকে ধরে একটি উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলো, যাতে সেখান থেকে তাকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু তখনও হযরত ইসার সময় হয়নি এবং পাক-কিতাবে বলা হয়েছে-

> “কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন” (লূক ৪:৩০)।

হযরত ইসা তাঁর নিজের গ্রামে প্রত্যাখাত হয়েছিলেন। হযরত ইসা তাদেরকে এড়িয়ে কফরনাহুম শহরে চলে গেলেন এবং সেখানে মজলিস খানায় শিক্ষা দিতে লাগলেন। একবার সাপ্তাহিক পবিত্র দিন উপলক্ষে সেখানে একজন নাপাক ভূতে ধরা লোক উপস্থিত হয়ে হযরত ইসাকে দেখে জোরে চিৎকার করে উঠলো। হযরত ইসা নাপাক ভূতে ধরা লোকটিকে চুপ করতে বললেন এবং লোকটির মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে বললেন। তখন নাপাক ভূত লোকটিকে ফেলে দিয়ে তার ভেতর হতে বের হয়ে গেলো এবং লোকটির কোনো ক্ষতি করলো না। লোকেরা কেবল হযরত ইসার কথায়ই বিস্মিত হলো না কিন্তু তাঁর ক্ষমতা দেখেও বিস্মিত হলো। তখন চারদিকের সকল এলাকায় তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কফরনাহুমে লোকেরা তাকে স্বতস্ফুর্ত ভাবে গ্রহণ করলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. এ অধ্যায়ে কোন কোন ধরনের লোকদের জন্য কি কি করার জন্য হযরত ইসার আগমন হয়েছিলো?

---

২. মজলিস খানার লোকেরা কেন হযরত ইসার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলো?

---

৩. হযরত ইসার কোন কাজের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

---

৪. হযরত ইসা তাঁর নিজ এলাকায় ও অন্য এলকায় কি রকম গ্রহনযোগ্যতা লাভ করেছিলেন?

---

৫. হযরত ইসা তাঁর নিজ এলাকা নাসারেথ ও অন্য এলাকা কফরনাহুমে যে সাড়া পেয়েছিলেন, তার পার্থক্য কি এবং কেন?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

দ্বিতীয় খন্ড

হযরত ইসার কাজের শুরু

৪. শাগরেদ সংগ্রহ-১

ইউহোন্না ১:২৯-৪৫

"পরের দিন ইয়াহিয়া ইসাকে তাহার কাছে আসিতে দেখিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ওই দেখ, আল্লাহর মেষশাবক। যিনি দুনিয়ার গোনাহর বোঝা বহন করিয়া নিয়া যান। তিনি সেই লোক, যাহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, "আমার পরে এমন একজন লোক আসিতেছেন, যিনি আমার চাইতে মহান, কারণ, তিনি আমার পূর্বেও ছিলেন। আমি তাহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রকাশিত হন, এইজন্য আমি আসিয়া পানিতে বায়েত দিতেছি।" ইয়াহিয়া সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, "আমি রূহকে কপোতের মত আসমান হইতে তাহার উপর নামিয়া আসিতে দেখিয়াছি, তিনি তাহার উপর অবস্থান করিলেন। আর আমি তাহাকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বায়েত দিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, "যাহার উপর রূহকে নামিয়া অবস্থান করিতে দেখিবে, তিনিই সেই লোক, যিনি পাকরূহে বায়েত করিবেন। আমি দেখিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ইবনুল্লাহ।"

পরের দিন ইয়াহিয়া ও তাহার দুইজন অনুসারী পুনরায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন ইসা বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, আল্লাহর মেষশাবক।" তাহার এই কথা শুনিয়া সেই দুইজন অনুসারী ইসার পিছনে পিছনে গেলেন। তখন ইসা ফিরিয়া তাহাদিগকে পিছনে পিছনে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কিসের খোঁজ করিতেছ?" তাহারা বলিলেন, "রব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আস, দেখিবে।" তিনি যেইখানে থাকেন, তাহারা সেইখানে গেলেন এবং সেইদিন তাহার কাছে থাকিলেন, তখন বেলা আনুমানিক দশটা। ইয়াহিয়ার কথা শুনিয়া যে দুইজন অনুসারী ইসার পিছনে গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন সিমাউন পিতরের ভাই ইন্দ্রিয়াছ। তিনি প্রথমে তাহার ভাই সিমাউনের দেখা পান, আর তাহাকে বলেন, "আমার মসীহর দেখা পাইয়াছি।" তিনি তাহাকে ইসার কাছে আনিলেন। ইসা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ইউহোন্নার পুত্র সিমাউন, তোমাকে কেফাস নামে ডাকা হইবে," তর্জমা করিলে ইহার অর্থ পিতর (পাথর)। পরের দিন তিনি গালিলী যাইতে চাহিলেন তখন ফিলিপের দেখা পাইলেন। ইসা তাহাকে বলিলেন, "আমাকে অনুসরণ কর।" ফিলিপ বেথসাইদা গ্রামের লোক ছিলেন, ইন্দ্রিয়াছ ও পিতর একই গ্রামের লোক ছিলেন। ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইয়া বলিলেন, "মুসার শরীয়ত কিতাবে যে নবীর কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি, তিনি নাসারেথবাসী ইসা, ইউসুফের পুত্র।"

ব্যাখ্যা:

হযরত ইসা যখন ইয়াহিয়ার কাছে বায়েত নেয়ার জন্য এসেছিলেন তখন আল্লাহর ঘোষণার পর হযরত ইসা তাঁর কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছিলেন। তাঁর অভিষেকের পর মরুভূমিতে প্রলোভনের পরীক্ষা হয়েছিলো। হযরত ইসা ৪০ (চল্লিশ) দিন না খেয়ে মানুষের সহ্যের শেষ সীমা পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন তাকে আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য শয়তান এসেছিলো। এরপরে ইহা ছিলো হযরত ইসার কাজ শুরু করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্তির ও আল্লাহর পথে শিক্ষা দেয়ার কর্তৃত্ব লাভের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। আগামী পাঠে আমরা হযরত ইসার কয়েকটি বড় বড় অলৌকিক কাজ এবং তার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করবো, তবে পরবর্তী দুইটি পাঠে আমরা আলোচনা করবো হযরত ইসা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবী বা শাগরেদদের আহবান করেছিলো সে সম্বন্ধে।

হযরত ইসা যে সকল ঘনিষ্ঠ শাগরেদদের আহবান করেছিলেন, আসলে তারা শুরুতে হযরত ইয়াহিয়ার শাগরেদ ছিলেন। হযরত ইসা প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য অভিষিক্ত হওয়ার পরে ইয়াহিয়া দেখলেন হযরত ইসা তার দিকে আসছেন, তখন তিনি তার চারপাশের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বললেন-

> "ওই দেখ, আল্লাহর মেষশাবক। যিনি দুনিয়ার গোনাহর বোঝা বহন করিয়া নিয়া যান। তিনি সেই লোক, যাহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, 'আমার পরে এমন একজন লোক আসিতেছেন, যিনি আমার চাইতে মহান, কারণ তিনি আমার পূর্বেও ছিলেন।' আমি তাহাকে চিনিতাম না, তিনি যেন ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রকাশিত হন, এইজন্য আমি আসিয়া পানিতে বায়েত দিতেছি।"

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসার কাজের শুরুতে কি প্রলোভনের পরীক্ষা হয়েছিলো?

---

২. হযরত ইসা কেন দুনিয়ায় এসেছিলেন বলে ইয়াহিয়া লোকদেরকে বলেছিলেন?

---

৩. ইয়াহিয়া কিসের মাধ্যমে বায়েত দিতেন?

ইয়াহিয়ার কাছে বায়েত নিতে এসে হযরত ইসার পানিতে যে অভিষেক হয়েছিলো, তখন ইয়াহিয়া যা দেখেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন-

> "আমি রূহকে কপোতের মত আসমান হইতে তাহার উপর নামিয়া আসিতে দেখিয়াছি, তিনি তাহার উপর অবস্থান করিলেন। আর আমি তাহাকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বায়েত দিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, "যাহার উপর রূহকে নামিয়া অবস্থান করিতে দেখিবে, তিনিই সেই লোক, যিনি পাকরূহে বায়েত করিবেন। আমি দেখিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ইবনুল্লাহ।" (ইউহোন্না ১:২৯-৩৪)।

পরের দিন ইয়াহিয়া তার বক্তব্যে ঘোষনা দিয়েছিলেন, তখন ইয়াহিয়া তার দু'জন শাগরেদসহ দাঁড়িয়েছিলেন এবং হযরত মুসাকে পুনরায় দেখতে পেলেন, ইয়াহিয়া আগের দিনের মত একটি বক্তব্য দিলেন-

> "ওই দেখ, আল্লাহর মেষশাবক।"

ইয়াহিয়ার দু'জন শাগরেদ তাদের মুর্শিদ বা ওস্তাদের স্বীকারোক্তি শ্রবণ করলেন, তারপর তারা হযরত ইসাকে অনুসরণ করলেন। হযরত ইসা তাদেরকে অনুসরণ করতে দেখে প্রশ্ন করলেন-

> "তোমরা কিসের খোঁজ করিতেছ?"

উক্ত দু'জন লোক হযরত ইসাকে প্রশ্ন করলেন?"

> "রব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?"

হযরত ইসা তাদেরকে তাঁর সাথে যেতে বললেন এবং তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো বলে তারা সেই রাত্রিতে তার সাথে থেকে গেলেন। ইয়াহিয়ার যে দু'জন শাগরেদ হযরত ইসাকে অনুসরণ করে রাত্রিতে তাঁর সাথে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সিমাউন পিতরের ভাই ইন্দ্রিয়াছ। ইন্দ্রিয়াছ তার ওস্তাদের সাক্ষ্য শুনছিলেন এবং হযরত ইসার সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর তিনি তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে সব বললেন। ইন্দ্রিয়াছ তার মধ্যে কথাটা রাখতে পারলেন না, তার ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে বললেন যে, তারা আল্লাহর মনোনিত মসীহের দেখা পেয়েছেন। তখন ইন্দ্রিয়াছ সিমাউনকে হযরত ইসার কাছে নিয়ে এলেন। হযরত ইসা সিমাউনকে দেখে বললেন-

"তুমি ইউহোন্নার পুত্র সিমাউন, তোমাকে কেফাস নামে ডাকা হইবে,"

হযরত ইসা সিমাউনকে একটি ডাক নাম দিয়েছিলেন। এটা ছিলো অরামিক ভাষায়, তখনকার সময় প্যালেস্টাইনে স্থানীয় কথ্য ভাষায় কেফাস অর্থ ছিলো প্রস্তর বা শিলা। সেই সময় আন্তর্জাতিক ভাষা ছিলো গ্রীক, গ্রীক ভাষায় প্রস্তরকে বলা হয় পেট্রোস। হযরত ইসা সিমাউনের মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, যার কারণে সিমাউনকে এমন একটি নাম দিয়েছিলেন। সিমাউন হতে পারবেন শাগরেদদের মধ্যে একজন নেতা।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা বায়েত নেয়ার পর ইয়াহিয়া কি কি দেখেছিলেন বলে সাক্ষ্য দিলেন?

---

২. সিমাউনকে হযরত ইসা কি নাম দিয়েছিলেন? সেই নামের অর্থ ও তাৎপর্য কি?

---

৩. তখন আন্তর্জাতিক ভাষা কি ছিলো? সেই ভাষায় প্রস্তরকে কি বলা হতো?

---

৪. হযরত ইসা সিমাউনের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়?

---

৫. হযরত ইসার সাথে দেখা হওয়ার পরে ইন্দ্রিয়াছ কি করলেন এবং এ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি? আপনি কি কাউকে হযরত ইসার কাছে নিয়ে এসেছেন?

সিমাউন ও তার ভাই ইন্দ্রিয়াছের সাথে সাক্ষাতের পরে হযরত ইসা গালিলে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি ফিলিপের দেখা পেলেন, যার বাড়ি বেথসাইদা গ্রামে। ফিলিপ ও ইন্দ্রিয়াছ একই এলাকায় ছিলেন, সেখানে নথনেল নামে আরেকজন লোকের সাক্ষাত পেয়েছিলেন এবং তাকেও হযরত ইসার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। ফিলিপ নথনেলকে বলেছিলেন-

"মুসার শরীয়ত কিতাবে যে নবীর কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার দেখা পাইয়াছি, তিনি নাসারেথবাসী ইসা, ইউসুফের পুত্র।"

যারা আল্লাহর মনোনিত মসীহকে খুঁজছিলেন সে সকল লোকদের হযরত ইসা সংগ্রহ করা শুরু করেছিলেন। তিনি সেই সব লোকদেরও বেছে নিতেন, যারা অন্যান্যদের নিকট সাক্ষ্য দিতে বা বলতে আগ্রহী ছিলো, বিশেষভাবে যারা পরিচিত, আত্মীয় ও স্বদেশীদের মধ্যে সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী ছিলো, তাদের আচরণ ও ব্যবহার থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি?

প্রশ্নাবলী:

১. সিমাউন ও তার ভাই ইন্দ্রিয়াছের সাথে সাক্ষাতের পরে কে কে হযরত ইসার কাছে এসেছিলেন?

---

২. ফিলিপ কার দেখা পেয়েছেন বলে নথনেলকে বলেছিলেন?

---

৩. হযরত ইসা কিসের উপর ভিত্তি করে লোকদের সংগ্রহ করতেন?

---

৪. তাদের আচরণ ও ব্যবহার থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

৫. শাগরেদ সংগ্রহ-২

(লূক ৫:১-১১)

"একদিন যখন তিনি গিনেষরত হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন লোকেরা তাহার উপর চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া আল্লাহর কালাম শুনিতেছিল, তখন তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইটি নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু জেলেরা নৌকা হইতে নামিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইটির মধ্যে একটিতে, সিমাউনের নৌকাতে উঠিলেন এবং তীর হইতে একটু দূরে যাইতে বলিলেন, আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে কথা শেষ করিয়া তিনি সিমাউনকে বলিলেন, "তুমি গভীর পানিতে নৌকা নিয়া চল, আর তোমার মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।" সিমাউন জবাব দিলেন, "হে মালিক, আমরা সমস্ত রাত্রি মেহনত করিয়া কিছুই পাই নাই, তবুও আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।"

তাহারা জাল ফেলিলে মাছের বড় ঝাক ধরা পড়িল ও তাহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের ও তাহাদের যে ভাগীদারগণ অন্য নৌকায় ছিলেন, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা ইশারায় ডাকিলেন। তাহারা আসিয়া দুইটি নৌকা এমনভাবে ভরিলেন যে, নৌকা দুইটি ডুবিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সিমাউন পিতর ইসার হাঁটুর উপর পড়িয়া বলিলেন, "আপনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যান, কারণ হে মওলা, আমি একজন গোনাহগার।" কারণ জালে এতো মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ও যাহারা তাহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে আশ্চর্য হইয়াছিলেন, সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব ও ইউহোন্না, যাহারা সিমাউনের ভাগী ছিলেন, তাহারাও সেইরূপ তাজ্জব হইয়াছিলেন। তখন ইসা সিমাউনকে বলিলেন, "ভয় করিও না, এখন হইতে তুমি মানুষ ধরিবে।" পরে তাহারা নৌকা তীরে আনিয়া সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলেন।"

ব্যাখ্যা:

হযরত ইসা গালিলের মজলিসখানায় শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন, অসুস্থদের সুস্থ করতে লাগলেন এবং নাপাক ভূতদের তাড়াতে লাগলেন। তাঁর সাথে কয়েকজন লোকের সাক্ষাত হলো, যারা আল্লাহর মনোনিত মসীহের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এই লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন সিমাউন, হযরত ইসা যার ডাক নাম পিতর দিয়েছিলেন এবং ইনি কফরনাহুমে হযরত ইসার বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে থেকে ছিলেন। আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে, এই কফরনাহুমে পিতর ও তার ভাই মাছ ধরা এবং বিক্রি করার ব্যবসা করতেন। তাদের আসল বাড়ি ছিলো বেথসাইদা গ্রামে (ইউহোন্না ১:৪৪)। কিন্তু সিমাউন ও তার ভাই ইন্দ্রিয়াছের একটি বাড়ি ছিলো কফরনাহুমে (মার্ক ১:৩০) আর ইয়াকুব ও ইউহোন্না দুই ভাই অংশীদার ছিলেন। সিমাউনের শাশুড়ী জ্বরে অসুস্থ ছিলেন এবং তারা হযরত ইসাকে বললেন। হযরত ইসা তাকে হাতে ধরে উঠালেন এবং তিনি এতো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, তিনি সকল মেহমানদের এবং যিনি তাকে সুস্থ করেছেন তাকে খেদমত করতে লাগলেন।

হযরত ইসা যখন দাঁড়িয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন লোকজন ভীড় করে তাঁর উপর ঠেলাঠেলি করছিলো। তিনি চারপাশে তাকালেন এবং হ্রদের (লেক) ধারে নৌকাগুলো দেখলেন। তখন জেলেরা জাল সারাই করার কাজে ব্যস্ত ছিলো। হযরত ইসা সিমাউনের নৌকায় উঠলেন এবং নৌকাটি তীর থেকে একটু দূরে নিয়ে গেলেন এবং হযরত ইসা নৌকা থেকে পাড়ের লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা গালিলের মজলিসখানায় কি কি কাজ করছিলেন?

---

২. সিমাউনের শাশুড়ীর অসুস্থতার কথা শুনে হযরত ইসা কি করেছিলেন?

---

৩. হযরত ইসা কোথায় অবস্থান করে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং তখন লোকজন কোথায় ছিলো?

হযরত ইসা শিক্ষা দেয়া শেষ করার পর সিমাউন পিতরকে হ্রদের (লেক) তীর থেকে গভীর পানিতে গিয়ে জাল ফেলতে বললেন। কিন্তু সিমাউন তাকে বললেন, সিমাউন জবাব দিলেন,

"হে মালিক, আমরা সমস্ত রাত্রি মেহনত করিয়া কিছুই পাই নাই, তবুও আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।"
(লূক ৫:৫)

তারা জাল ফেলিবার পর জালে এতো বেশি সংখ্যায় মাছ ধরা পড়িল যে, জাল উঠাতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছিলো। তখন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য হ্রদের তীরে থাকা সঙ্গীদেরকে ডাকলেন। মাছ তুলার পরে নৌকা দুইটি প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। সিমাউন পিতর ও তার অংশীদার ইয়াকুব ও ইউহোন্না এই হ্রদে (লেক) মাছ ধরা সম্বন্ধে বেশ ভালো জানতেন, কিন্তু এতো মাছ দেখে তারা আশ্চর্য হলেন। সিমাউন পিতর হযরত ইসার সামনে উবুড় হয়ে পড়ে বললেন, আপনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যান, কারণ হে মওলা আমি একজন গোনাহগার।
সিমাউনের স্বীকারোক্তি শুনে হযরত ইসা বললেন-

"ভয় করিও না, এখন হইতে তুমি মানুষ ধরিবে।"

তখনই তারা নৌকা তীরে নিয়ে এলেন, সিমাউন পিতর এবং তার ভাই ইন্দ্রিয়াছ, তাদের ব্যবসায়ীক অংশীদার ইয়াকুব ও ইউহোন্নাসহ তাদের নৌকা ও ব্যবসা ফেলে দিয়ে হযরত ইসাকে অনুসরণ করলেন (লূক ৫:১১)। আমরা মার্ক ১:২০ আয়াতে আরও জানলাম যে, তারা তাদের নৌকা, জাল ও ব্যবসা সবকিছু ইয়াকুব ও ইউহোন্নার পিতা সিবদিয় এবং মজুরদের হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এই লোকদের পেশা ছিলো মাছ ধরা। হযরত ইসা তাদেরকে মানুষ ধরতে বললেন। তাদের নজর আর ব্যবসার প্রতি রইলো না, তখন থেকে তাদের সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন হযরত ইসার সাথে। হযরত ইসার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো- তাঁর ঘনিষ্ঠ শাগরেদদের শিক্ষা দিতেন যাতে তারা আল্লাহর দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য লোকদেরকে আহবান করেন।

প্রশ্নাবলী:

১. সিমাউন পিতরের জালে অনেক মাছ ধরা পরার পর-

ক) তিনি কি উপলব্ধি করেছিলেন?

খ) তিনি কি করেছিলেন?

গ) তিনি হযরত ইসাকে কি বলেছিলেন?

---

২. হযরত ইসা তার ঘনিষ্ঠ শাগরেদদের মাছ ধরা ছেড়ে কি ধরতে বলেছিলেন?

---

৩. হযরত ইসা তার ঘনিষ্ঠ শাগরেদদের যে শিক্ষা দিতেন, অন্য লোকদের প্রতি কি করার জন্য গুরুত্ব দিতেন?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

৬. অলৌকিক কাজ-১, অসুস্থদের সুস্থ করা

লূক ৫:১২-২৬

"এক সময় তিনি কোন এক শহরে আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সারাদেহে কুষ্ঠ রোগ হইয়াছে এমন একজন রোগী ইসাকে দেখিয়া মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া অনুরোধ করিয়া বলিল, "হে মওলা, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে পাকসাফ করিতে পারেন।" তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ছুঁইলেন, বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি পাকসাফ হও, আর তখনই তাহার কুষ্ঠ ভাল হইয়া গেল।" পরে তিনি তাহাকে হুকুম দিলেন, "এই কথা কাহাকেও বলিও না, যাও, ইমামের কাছে গিয়া নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিবার উদ্দেশ্যে পাকসাফ হওয়ার জন্য মুসার শরীয়ত মোতাবেক নজরানা পেশ কর।" কিন্তু তাহার খবর আরও বেশি ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার কথা শুনিবার জন্য এবং রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য অনেক লোক জড় হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রায়ই কোন নিরিবিলি জায়গায় গিয়া মোনাজাত করিতেন।

সেই সময়ে একদিন তিনি শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন ফরিশী ও মুফতিগণ তাহার কাছে বসিয়াছিলেন, তাহারা গালিলী ও ইহুদিয়ার সকল গ্রাম এবং জেরুশালেম হইতে আসিয়াছিল, আর রোগীদিগকে সুস্থ করিবার জন্য মওলার কুদরত ইসার সাথে ছিল। কয়েকজন লোক একজন অবশ রোগীকে খাটে করিয়া আনিল, তাহারা তাহাকে ভিতরে আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভিড়ের জন্য ভিতরে আনিবার পথ না পাওয়াতে ঘরের ছাদে উঠিল এবং টালির মধ্য দিয়া বিছানাসহ তাহাকে মাঝখানে ইসার সম্মুখে নামাইয়া দিল। তাহাদের ইমান দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হে বন্ধু, তোমার গোনাহ মাফ হইল।" তখন মুফতি ও ফরিশীরা এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি কে, যে এমন কুফরী করিতেছে? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করিতে পারে?" তখন ইসা তাদের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কেন মনে মনে এই প্রশ্ন তুলিতেছ? কোনটা সহজ, তোমার গোনাহ মাফ হইল বলা, না তুমি উঠিয়া বেড়াও বলা? কিন্তু দুনিয়াতে গোনাহ মাফ করিতে মানবপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এইজন্য তিনি সেই অবশ রোগীকে বলিলেন, 'তোমাকে বলিতেছি, উঠ,তোমার বিছানা তুল, তোমার বাড়ি যাও।'" তাহাতে সে তখনই তাহাদের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার বিছানা তুলিয়া নিয়া আল্লাহর তারিফ করিতে করিতে তাহার বাড়িতে চলিয়া গেল। তখন সকলে খুব আশ্চর্য হইল, আর আল্লাহর তারিফ করিতে লাগিল এবং ভয়ে আতংকিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আজ আমরা আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখিলাম।"

ব্যাখ্যা:

হযরত ইসা গালিলের শহর ও গ্রাম সমূহে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং অসুস্থদের সুস্থ করছিলেন। তিনি তাঁর শাগরেদদের একটি দলে জড়ো করা শুরু করলেন। হযরত ইসা যে অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেছিলেন তার বিশেষ তাৎপর্য ছিলো। আজকের পাঠে আমরা শারীরিক অসুস্থতা সুস্থ করার যে দৃষ্টান্ত দেখবো তার অর্থ দৈহিক সুস্থতার চেয়েও বিস্ময়কর কিছু আছে।

লূক ৫:১২-১৬ আয়াতে উল্লেখ আছে, একজন লোক সারা দেহে কুষ্ঠ নিয়ে হযরত ইসার কাছে এসেছিলো। কুষ্ঠ এমন একটি রোগ যা মুসার শরীয়ত অনুযায়ী নাপাক বলে গণ্য হতো (দেখুন লেবীয় ১৩:৪৫,৪৬)। কুষ্ঠ রোগীরা সমাজের লোকদের থেকে আলাদা বাস করতো। তাদেরকে যে স্পর্শ করতো সেও নাপাক হয়ে যেতো। লোকটি হযরত ইসার সামনে উবুড় হয়ে পাকসাফ হওয়ার জন্য আরজী করে বললো-

"হে মওলা, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে পাকসাফ করিতে পারেন।"

শারীরিকভাবে নাপাক ব্যক্তি অন্যান্যদের সাথে মিশতে পারবে না, তারা ধর্মীয় যে কোন কর্মকান্ডে নিষিদ্ধ ছিলো, কারণ তারা নাপাক। নাপাকীর কারণে লোকেরা তাদের এড়িয়ে চলতো কিন্তু লোকটি যখন সুস্থ হওয়ার জন্য হযরত ইসার কাছে আরজী করলো তখন তিনি অসাধারণ কাজ করলেন। হযরত ইসা হাত বাড়িয়ে তাকে উঠালেন এবং তাকে স্পর্শ করে বললেন-

"আমার ইচ্ছা, তুমি পাকসাফ হও।"

তখনই তার কুষ্ঠ ভালো হয়ে গেলো। হযরত ইসার স্পর্শ ও ইচ্ছায় সে সুস্থ ও পাকসাফ হয়ে গেলো। হযরত ইসা তাকে স্পর্শ করার ফলে হযরত ইসা নাপাক হননি বরং লোকটি পাকসাফ হয়ে গেলো। তারপর হযরত ইসা তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন এসব কাউকে না বলে, কিন্তু মুসার হুকুম অনুযায়ী ইমামদের দেখতে বললেন এবং নজরানা পেশ করতে বললেন। ইহাই ছিলো লোকদের কাছে প্রমাণ করা যে, সে সুস্থ হয়েছে। হযরত ইসা তার সুস্থতাকে জন সম্মুখে প্রচার করতে বারন করেছিলেন। কিন্তু এ খবর আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং তাঁর শিক্ষা শুনার জন্য এবং রোগ হতে সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক লোক জড়ো হতে লাগলো।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা কি তার সুস্থ হওয়ার কথা জনগনের কাছে প্রচার করতে বলেছিলেন?

---

২. তিনি এরকম কেন বলেছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

---

৩. এ ঘটনা কি গোপন ছিলো?

---

৪. হযরত ইসা কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করাতে কি নাপাক হয়েছিলেন ও লোকটির অবস্থা কি হয়েছিল?

---

৫. আপনি কি মনে করেন এবং এর তাৎপর্য কী?

অলৌকিক ভাবে সুস্থ করার দ্বিতীয় ঘটনাটি উল্লেখ আছে, লূক ৫:১৭-২৬ আয়াতে। আমরা এতে দৈহিক সুস্থতা ছাড়া আরেকটি গভীর তাৎপর্য দেখতে পাই। ইহা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা যা লোকদের বলে তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বন্ধুদের সাহায্য করতে এবং দেখা যায় এতে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসী লোকদের মনে আঘাত হানে, তারা আসলে লোকদের প্রয়োজনের প্রতি আগ্রহী নন বরং তারা কেবল ধর্মীয় নিয়মের প্রতি আগ্রহী। হযরত ইসা একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন অনেক ধর্মীয় নেতাগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিক্ষা শুনছিলেন। সর্বশক্তিমান মাবুদের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে হযরত ইসার সাথে ছিলো বলে অনেক লোক সুস্থ হয়েছিলো। কেবলমাত্র গালিলী অঞ্চলের ধর্মীয় নেতাগণ নন কিন্তু ধর্মীয় দরবার শরীফ জেরুশালেম থেকে ৩ দিনের দূরের লোকেরাও এসেছিলেন। তাঁর শিক্ষা এবং অলৌকিকভাবে সুস্থ করার কারণে অনেক লোকের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। পক্ষাঘাতগ্রস্ত যে লোকটি হাঁটতে পারতো না তাকে খাটে করে সেই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো, যেখানে হযরত ইসা শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং রোগী সুস্থ করছিলেন।

অতিরিক্ত ভীরের কারণে লোকেরা খাটটি ঘরের ভেতরে নিতে পারছিলো না। তাই লোকেরা তাদের বন্ধুর প্রয়োজনে চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। তারা বাড়ির ছাদে উঠলো এবং টালি সরিয়ে খাটসহ মাঝখানে হযরত ইসার সম্মুখে নামিয়ে দিলো। লোকগুলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তাদের বন্ধুটিকে হযরত ইসার সম্মুখে নিয়ে গেলো, তারা বিশ্বাস করেছিলো যে, হযরত ইসা তাকে সুস্থ করতে পারবেন। হযরত ইসা এসব কান্ড দেখে একটি অসাধারণ উক্তি করলেন-

"হে বন্ধু, তোমার গোনাহ মাফ হইল।"

ওই সময়ে সমাজের লোকেরা ধারণা করতো যে, কোনো ব্যক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে কোনো গোপন গোনাহের কারণে। তা নাহলে কোনো ব্যক্তির এমনভাবে ভোগার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? ধর্মীয় নেতাগণ হযরত ইসার উক্তি শুনে ততক্ষনাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন-

"এই ব্যক্তি কে, যে এমন কুফরী করিতেছে? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করিতে পারে?"

হযরত ইসা তাদের মনে মনে সমালোচনা ও প্রশ্ন বুঝতে পেরে বললেন-

"তোমরা কেন মনে মনে এই প্রশ্ন তুলিতেছ? কোনটা সহজ, তোমার গোনাহ মাফ হইল বলা, না তুমি উঠিয়া বেড়াও বলা? কিন্তু দুনিয়াতে গোনাহ মাফ করিতে মানবপুত্রের ক্ষমতা আছে"- তিনি লোকটিকে বললেন, কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উঠ, তোমরা বিছানা তুল, তোমার বাড়ি যাও।"

তখনই লোকটি উঠে দাঁড়ালো, তার বিছানা তুলে নিলো এবং আল্লাহর তারিফ করতে করতে তার বাড়িতে চলে গেলো। তখন সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলো। এই অলৌকিক সুস্থ করার ঘটনায় হযরত ইসা একটি প্রশ্নের দ্বারা কঠিন কথা বললেন,

"উঠ এবং বেড়াও" অথবা "তোমরা গোনাহ মাফ হইল।"

আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া প্রথম কথাটি বলা সম্ভব নয়। একথা বলা সহজ কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া করা অসম্ভব। "তোমার গোনাহ মাফ হইল" বলা সহজ কিন্তু এরকম ঘটেছে বলে কেউ জানে না। ধর্মীয় নেতাগণ এ বিষয়ে সঠিক ছিলেন যে, এমন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে আসে। হযরত ইসা তাঁর অলৌকিক কাজ দ্বারা দেখালেন যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁর সাথে আছে।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা যখন দাবী করলেন যে, গোনাহ মাফের ক্ষমতা তার আছে তখন ধর্মীয় নেতাগণ কি খুশি হয়েছিলেন?

---

২. হযরত ইসা কিভাবে দেখালেন যে, তাঁর সেই কর্তৃত্ব আছে? আপনি কি মনে করেন?

---

৩. পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিকলাঙ্গ হওয়া সম্পর্কে আগের সমাজের লোকদের কি ধারণা ছিলো?

---

৪. কার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দ্বারা হযরত ইসা অসুস্থদের সুস্থ করতেন?

---

৫. কিভাবে এই অসুস্থলোক হযরত ইসার কাছে আসতে পেরেছিলো? তার বন্ধুরা তাকে কিভাবে উপকার করেছিলো?

---

৬. আমরা কি আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্নীয়-স্বজনদের জন্য হযরত ইসার কাছে সাহায্য চাই কিনা?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

৭. অলৌকিক কাজ-২, নাপাক ভূতের উপর ক্ষমতা:

লূক ৪:৩১-৩৭

"পরে তিনি গালিলীর কফরনুহুম শহরে আসিলেন। তিনি সাব্বাত দিবসে লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং লোকেরা তাহার নসিহতে আশ্চর্য হইল, কারণ, তিনি ক্ষমতাবানের মত কথা বলিতেছিলেন। তখন ঐ জামাতখানায় একজন লোক ছিল, তাহার উপর নাপাক ভূতের আত্মা আছর করিয়াছিল। সে জোরে চিৎকার করিয়া বলিল, "আহা, হে নাসারেথবাসী ইসা, আমাদের কাছে আপানি কি চান? আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন? আমি জানি আপনি কে, আল্লাহর সেই পবিত্র লোক।" তখন ইসা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর এবং উহা হইতে বাহির হও," তখন সেই ভূত তাহাকে মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার কোনো ক্ষতি করিল না। তখন সকলে আশ্চর্য হইল এবং একজন অন্যজনকে বলিতে লাগিল, "এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতায় ও কুদরতে নাপাক আত্মাগুলিকে হুকুম দেন, আর উহারা বাহির হইয়া যায়।" পরে চারিদিকে সকল এলাকায় তাহার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল।"

লূক ৪: ৪০-৪১

"পরে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে, লোকেরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত রোগীদিগকে তাহার কাছে আনিল, আর তিনি প্রত্যেকের উপর হাত রাখিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর অনেক লোকদের মধ্য হইতে ভূতও বাহির হইলে, তাহারা চিৎকার করিয়া বলিল, "আপনি ইবনুল্লাহ," কিন্তু তাহাদিগকে ধমক দিয়া কথা বলিতে দিলেন না, কারণ, তাহারা জানিত যে তিনিই সেই মসীহ।"

ব্যাখ্যা:

হযরত ইসা আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্ব দ্বারা অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতা দেখে লোকেরা আশ্চর্য হয়েছিলো। এমন কি ধর্মীয় নেতাগণ যারা হযরত ইসার সমালোচনা করতেন, তাদের সমালোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কারণ তারা তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারে নাই এবং তাদের পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিলো। লোকদের সুস্থ করার মধ্য দিয়ে তিনি এক গভীর তাৎপর্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতা কেবলমাত্র শারীরিক সুস্থ করে বিস্মিত করা নয়। তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গোনাহ মোচনের নিষয়েও কার্যকরী ছিলো।

ইঞ্জিল শরীফে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, হযরত ইসা নাপাক ভূতদের দ্বারা আক্রান্ত লোকদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমরা সবকিছু আলোচনা করবো না। এই পাঠে আমরা দুটি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রথমটি ঘটেছিলো কফরনাহুম শহরে (লূক ৪:৩১-৩৭)। হযরত ইসা সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে মজলিসখানায় শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিগত প্রত্যয় দেখে সকল লোকেরা বিস্মিত হচ্ছিলো। পন্ডিতদের মতামতের উপর তিনি নির্ভর করতেন না। তখন মজলিসখানায় একজন লোক ছিলো যাকে নাপাক ভূতের আত্মা আছর করেছিলো। লোকটির মধ্যে থাকা মন্দ আত্মা চিৎকার করে বললো-

"আহা, হে নাসারেথবাসী ইসা, আমাদের কাছে আপনি কি চান? আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন? আমি জানি আপনি কে, আল্লাহর সেই পবিত্র লোক।"

হযরত ইসা মন্দ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন-

"চুপ কর এবং উহা হইতে বাহির হও।"

তখন মন্দ ভূত লোকটিকে মাঝখানে ফেলে দিয়ে তার ভেতর হতে বের হয়ে গেলো কিন্তু লোকটির কোনো ক্ষতি করলেন না। হযরত ইসার ভূতকে ছাড়ানোর ক্ষমতা লোকদের বিস্মিত করলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (লূক ৪:৪০-৪১ আয়াত) আমরা দেখি যে, হযরত ইসা অনেক লোককে সুস্থ করলেন। তিনি যখন তার হাত তাদের উপর রাখলেন তখনই তারা সুস্থ হয়ে গেলো। কিন্তু অনেক লোকদের মধ্য হতে ভূত বের হয়ে চিৎকার করে বললো,

"আপনি ইবনুল্লাহ!"

তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে চুপ থাকতে বললেন। তারা জানতো যে, তিনিই সেই মসীহ। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মন্দ আত্মার এমন স্বীকারোক্তি হযরত ইসা চাননি বা তাঁর প্রয়োজনও নেই। তিনি শয়তান কর্তৃক আক্রান্ত লোকদের জন্য বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. লোকদের শারীরিক সুস্থ করার মধ্যে আর কি তাৎপর্য ছিলো?

---

২. মন্দ আত্মা বা ভূতেরা হযরত ইসাকে কি কি বলে উল্লেখ করেছে?

---

৩. মন্দ আত্মাদের স্বীকৃতি হযরত ইসার প্রয়োজন ছিলো কি?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স
দ্বিতীয় খন্ড
হযরত ইসার কাজের শুরু

৮. অলৌকিক কাজ-৩, প্রাকৃতিক শক্তির উপর ক্ষমতা

মার্ক ৪:৩৫-৪১

"ঐ দিন যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিল তখন তিনি তাহার সাহাবীদিগকে বলিলেন, "চল অন্য পাড়ে যাই।" তখন তাহারা লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি যে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকায় করিয়াই তাহাকে নিয়া গেলেন এবং সেইখানে আরও অন্য নৌকাও ছিলো পরে ভীষণ ঝড় উঠিল এবং ঢেউগুলি নৌকায় এমন আঘাত করিল যে, নৌকা পানিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পিছনে বালিশে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন, আর তাহারা তাহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "হুজুর আপনার কি খেয়াল হইতেছে না, আমরা যে মারা পড়িলাম?" তখনি তিনি উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন ও ঢেউগুলিকে বলিলেন, "শান্ত হও, স্থির হও" তাহাতে বাতাস থামিল এবং মহা শান্তি নামিয়া আসিল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইরূপ ভয় পাও কেন? এ কেমন, তোমাদের ইমান নাই?" তাহাতে তাহারা খুব ভীত হইয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, "ইনি তাহা হইলে কে যে, বাতাস এবং ঢেউগুলিও তাহাকে মান্য করে?" "

ব্যাখ্যা:

গত পাঠগুলিতে আমরা দেখেছি যে, হযরত ইসা অনেকগুলি অলৌকিকভাবে সুস্থ করার কাজ করেছেন। লোকেরা অসুস্থ ও পক্ষাঘাত গ্রস্তদের নিয়ে আসতো এবং আল্লাহর বিস্মকর ক্ষমতা দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠতো, হযরত ইসা তা দেখিয়েছেন। যখন লোকেরা ভূতগ্রস্তদের তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসতো তখন আত্মারা তাকে আল্লাহর মনোনীত মসীহ বলে স্বীকৃতি দিতো। কিন্তু হযরত ইসা তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে মেনে নিতেন না। তিনি যে কেবল তাদের গণ্য করতেন না তাই নয় বরং তিনি তাদেরকে চুপ করিয়ে দিতেন।

এই পাঠে আমরা হযরত ইসার জীবনের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখবো। তিনি তাঁর শাগরেদদের সহ গালীলি সাগরের পাড়ে বহুজনগনের মাঝে শিক্ষা দিতেছিলেন। জায়গাটি ছিলো পাহাড়ে বেষ্টিত একটি অন্তর্দেশীয় সাগর। আসলে ইহা ছিলো নিম্নস্থ মিষ্টি পানির একটি অংশ, যা সমুদ্রের উচ্চতার চেয়ে ২০০মিটার নীচের স্তরে অবস্থিত। হ্রদটি আনুমানিক ২১কি.মি. দৈর্ঘ্য এবং পাশে ছিলো ১৩কি.মি.। এর চারদিকের মাটির উচ্চতার কারণে বড় ও বাতাস খুব দ্রুত বইতে পারে।

হযরত ইসা তাঁর শাগরেদদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেনো একটা নৌকা নিয়ে হ্রদের অন্য পাড়ে যায়। নৌকাটা হ্রদের অন্য পাড়ে গেলে একটি প্রচন্ড ঝড় এসে নৌকাটা পানির উপর নিয়ে গেলো। হযরত ইসার শাগরেদগণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেলে ছিলেন, কিন্তু ঝড় এতো বেশি শক্তিশালী ছিলো যে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তারা এতে খুব বেশি ভয় পেলো। হযরত ইসা নৌকার পেছনের একটি বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। শাগরেদগণ তাকে জাগিয়ে বললেন-

"হুজুর, আপনার কি খেয়াল হইতেছে না, আমরা যে মারা পড়িলাম?"

তিনি জেগে উঠে এক বিস্ময়কর কাজ করলেন, তিনি বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিয়ে আদেশ করলেন-

"শান্ত হও, স্থির হও!"

বাতাস প্রবাহিত বন্ধ হলো ও সমুদ্র শান্ত হয়ে গেলো এবং হযরত ইসা তাঁর শাগরেদদের বললেন-

"তোমরা এইরূপ ভয় পাও কেন?
এ কেমন, তোমাদের ইমান নাই?"

শাগরেদগন ভীত হয়েছিলেন। তারা সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন, যদিও এই লোকেরা তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন এই পানিতে মাছ ধরে। তারা নিজেদেরে মধ্যে বলাবলি করছিলেন-

"ইনি তাহা হইলে কে যে, বাতাস এবং
ডেউগুলিও তাহাকে মান্য করে?"

আল যবুর ১০৬:৯ আয়াতে লিখা আছে যে, আল্লাহ সাগরকে ধমক দিলেন। শাগরেদগণ আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, হযরত ইসা সর্বশক্তিমান মাবুদের মতোই ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। ইহা ছিলো শাগরেদদের জন্য এক ব্যতিক্রমি ক্ষমতার প্রদর্শনী। শাগরেদগণ অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, তিনি কে যে তার এমন ধরণের ক্ষমতা আছে।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসাকে ভূতেরা কি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো? তাদের স্বীকৃতি কি হযরত ইসা মেনে নিয়েছিলেন?

---

২. হযরত ইসা ঘুম থেকে জেগে বাতাস ও ডেউকে ধমক দিয়ে কি আদেশ করলেন?

---

৩. শাগরেদগণ ভয় পাওয়াতে হযরত ইসা তাদেরকে কি বললেন?

---

৪. হযরত ইসা কার মতো ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন বলে শাগরেদগন বললেন?